দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ০১ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩ ...

02

# প্রসঙ্গ ঃ বইমেলা

কে. এম. হাবিব উল্লাহ
পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

প্রকাশনা শিল্প ও বইয়ের কর্মকাণ্ড নিয়ে দেশে সবেমাত্র শুরু হলো জাতীয় গ্রন্থদিবস। গত বছর ঢাকায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত পঞ্চদশ জাতীয় গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী পর্বে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছিলেন প্রতি ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা জানুয়ারি জাতীয় ভিত্তিতে গ্রন্থদিবস উদযাপিত হবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫-এর ১লা জানুয়ারি দেশব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে প্রথম জাতীয় গ্রন্থদিবস। মহানগরী ঢাকাসহ মফস্বল জেলাশহর পর্যন্ত অর্থাৎ দেশের সব এলাকার মুদ্রণকর্মী, প্রকাশক-বই বিক্রেতা শিল্পী-সাহিত্যিক-ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সর্বস্তরের জনগণ যাতে জাতীয় গ্রন্থদিবসের কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত হতে পারেন, সেভাবেই পরিকল্পনা বিন্যাস করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থদিবস উপলক্ষে মহানগরী ঢাকার বিজয় সরণি সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 'ঢাকা বইমেলা '৯৫' চলবে পক্ষকালব্যাপী। আন্তর্জাতিক আদলে সাজানো এই [illegible]য় বইপ্রদর্শন, বিক্রয়, বিপণন ছাড়াও বই বিষয়ক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। বইমেলায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমাদের মুদ্রণ শিল্পের ক্রমবিকাশ এবং দুর্লভ বইয়ের বিশেষ প্রদর্শনী থাকছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের প্যাভিলিয়নে। দেশের প্রতিটি জেলাশহরে গ্রন্থদিবস উপলক্ষে গ্রন্থসপ্তাহ পালিত হচ্ছে। স্থানীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতারা জেলাশহরের বইমেলায় গ্রন্থপ্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা করবেন। ১৯৭২ সালকে জাতিসংঘের ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করলে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তারই আহবানে সাড়া দিয়ে সে বছর ঢাকায় একটি গ্রন্থমেলার আয়োজন করে। এই ছিলো দেশের বইমেলার শুরুর পর্ব। তারপর দেশে [illegible] হয়েছে, [illegible] থেকে গ্রন্থদিবসে আয়োজিত বইমেলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা ভিন্নতর। এবারের বইমেলায় মোট ৬৩টি দেশী-বিদেশী সংস্থা অংশগ্রহণ করছে। শুধু প্রকাশকরাই নিজেদের বইপ্রদর্শন এবং বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারবে। মেলায় বই ছাড়া আর থাকছে শুধু খাবারের দোকান। অবশ্য আমরা শিশুদের জন্য শিশুকর্নার এবং লেখকদের জন্য রাইটার্স কর্নারের ব্যবস্থা রেখেছি মেলা চত্বরে। অর্থাৎ, এক কথায় এবারই ঢাকায় প্রথম হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিকমানসম্পন্ন একটি বইমেলা। জাতীয় গ্রন্থদিবসকে কেন্দ্র করে মহানগরী ঢাকাসহ প্রতিটি জেলাসদরে বই-পত্র নিয়ে এতো বড় কর্মকাণ্ড এর আগে কখনো হয়নি। বইমেলায় আমাদের শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা থাকে বলেই সকলের মধ্যে এর আবেদন, উপযোগিতা দিন দিন বাড়ছেই। বইমেলা হলো নানান মত, পথ; মেধা ও মননের অনন্য সম্মিলন। এর শুরু আছে অথচ শেষ নেই কেননা, এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

প্রসঙ্গক্রমে, এখানে একটি সম্ভাব্য হিসাব করা যেতে পা[illegible] ঢাকা বাদে অন্যান্য জেলাশহরে গ্রন্থ[illegible]সের মেলায় যারা বইয়ের পশরা [illegible], প্রতি মেলায় যদি স্থানী[illegible] [illegible]র বসে, তবে ৬৩টি [illegible] সংখ্যা দাঁড়াবে ৩১৫[illegible] নিই, যদি প্রতিটি জেলায় দিনে এক হাজার টাকার বই বিক্রি করতে পারে, তবে এক সপ্তাহকালব্যাপী বইমেলায় দেশে সর্বমোট ২২ লক্ষাধিক টাকার বই-পত্র মফস্বলের ঘরে ঘরে আমরা পৌঁছাতে সক্ষম হবো। টাকার অঙ্কের হিসেবটা এখানে যতই ক্ষুদ্র হোক, এর তাৎপর্য অনেক গভীর। আমাদের প্রকাশনা জগতের বই বিক্রয়-বিপণন ব্যবস্থার সুষ্ঠু নেটওয়ার্ক এখনো গড়ে উঠেনি। সেদিক দিয়ে জাতীয় গ্রন্থদিবস উপলক্ষে আয়োজিত গ্রন্থমেলাসমূহ আমাদের বইপত্রকে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের গোচরে নিয়ে যাবার সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। ফলে এখানকার প্রকাশনার জগত হয়ে উঠবে সমৃদ্ধশালী। জাতীয় উন্নতি ও [illegible]বিকাশের ক্ষেত্রে বইয়ের কোন বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যকে সামনে [illegible] দেশে গ্রন্থদিবসের প্রবর্তন এবং [illegible]ভিত্তিতে বই নিয়ে উৎসব [illegible] একটি সময়োপযোগী [illegible]রে গ্রন্থদিবসে 'ঢাকা [illegible] থেকে সকলের নিত্যসঙ্গী'।